

295203 - সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির নিজের সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপে করবনে না

প্রশ্ন

আমি শাইখ মুহাম্মদ আলিশি এর ‘মনিহুল জাললি’ এ একটি কথা পড়ছি: “সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। তার ক্ষেত্রে সন্দেহে হওয়ায় যথেষ্ট”। আপনারা কি এই কথার মর্ম পরিস্কার করতে পারবেন? আর এই কথা অনুযায়ী আমল করার বধিান কী? আমি শাইখ মুহাম্মদ আলিশি এর ‘মনিহুল জাললি’ এ একটি কথা পড়ছি: “সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। তার ক্ষেত্রে সন্দেহে হওয়ায় যথেষ্ট”। আপনারা কি এই কথার মর্ম পরিস্কার করতে পারবেন? আর এই কথা অনুযায়ী আমল করার বধিান কী? আমি শাইখ মুহাম্মদ আলিশি এর ‘মনিহুল জাললি’ এ একটি কথা পড়ছি: “সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। তার ক্ষেত্রে সন্দেহে হওয়ায় যথেষ্ট”। আপনারা কি এই কথার মর্ম পরিস্কার করতে পারবেন? আর এই কথা অনুযায়ী আমল করার বধিান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ মুহাম্মদ আলিশি (রহঃ) বলেন:

“এর ওয়াজবি (অর্থাৎ গোসলের ওয়াজবি) হচ্ছে— মর্দন”। অর্থাৎ ধৌতকরণ উদ্দৃষ্টি অঙ্গটির উপর কোন অঙ্গ বা অন্য কিছু সঞ্চারন করা।

এক্ষেত্রে সঠিক মতানুযায়ী প্রবল ধারণা অর্জনই যথেষ্ট। কেননা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত পানি পট্টোহানোর আবশ্যকতা পালনে এটাই যথেষ্ট। আর সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। বরং এ ব্যাপারে সন্দেহে অর্জতি হওয়ায় তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তার উপর আবশ্যক হল সন্দেহকে পাত্তা না দো। এটা ছাড়া এর আর কোন ঔষধ নাই।”[মনিহুল জাললি (১/১২৭)]

ফকিহবদিদের নকিট এই ধরণের মাসয়ালায় استنكاح শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আধিক্য ও প্রাবল্য। বলা হয়

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

الشك অর্থاً عليه وغلب عنده، وعأوده، (তার সন্দেহে বড়ে গেলে, পুনঃপুনঃ সন্দেহে হল ও সন্দেহে তাকে কাবু করে ফেলল)। মালকে মায়হাবেরে আলমেদরে নকিট এই ভাবপ্রকাশটি মশহুর।

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া আল-কুওয়াইতিয়া’ গ্রন্থে (৪/১২৮) এসছে:

‘তাজুল আরুস ও ‘আসাসুল বালাগা’ গ্রন্থে রয়েছে: মাজায় বা রূপক অর্থ ব্যবহারের উদাহরণ হলো: استنكح النوم عينه (ঘুম তার চোখকে কাবু করে ফেলল)। কেবল মালকী মায়হাবেরে আলমেগণ এই শব্দটিকে আভিধানিক অর্থের সাথে মিলি রেখে কাবু করা অর্থ ব্যবহার করে থাকেন।

আর অন্য ফকিহবদি আলমেগণ এই ক্ষেত্রে غلبة الشك (সন্দেহের প্রাবল্য) বা كثرة الشك (সন্দেহের আধিক্য) বলে ভাব প্রকাশ করেন। অর্থাত্ তার সন্দেহে বড়ে সটো যনে তার অভ্যাসে পরণিত হল।”[সমাপ্ত]

সন্দেহের প্রাবল্য ও আধিক্যের মানদণ্ড হলো: সন্দেহে ব্যক্তিকে না ছাড়া; নতিযদনি সন্দেহে তার সাথে লগে থাকা।

আল-হাত্তাব ‘মাওয়াহবিুল জাললি’ গ্রন্থে (১/৪৬৬) বলেন: “المستنكح (সন্দেহপ্রবণ) হলো এমন ব্যক্তি যি প্রত্যকে ওজু কথিবা প্রত্যকে নামাযে সন্দেহে করে। কথিবা দনি একবার বা দুইবার তার এমনটি ঘটবে। আর যদি দুইদনি বা তনিনদি পর ঘটবে তাহলে সেই ব্যক্তি مستنكح (সন্দেহপ্রবণ) নয়।”[সমাপ্ত]

সারকথা: ‘মনিহুল জাললি’ গ্রন্থের উদ্ধৃতির মর্ম হলো: মরদন সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রবল ধারণা হওয়া যথেষ্ট য়ে, মরদন উদ্দৃষ্টি অঙ্গটির উপর হাত সঞ্চারন করা হয়েছে। ওয়ুর অঙ্গে পানি পৌঁছানোর জন্য এতটুকু যথেষ্ট। এই বখান সন্দেহপ্রবণ নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আর সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রবল ধারণা চাওয়া হবো না; বরং তার ক্ষেত্রে শুধু ধারণার মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জতি হবো; এমনকি যদি সেই ধারণা প্রবল না হয় তবুও।

সন্দেহের আধিক্য তার ক্ষেত্রে নিশ্চিতি হওয়া বর্জন করার একটি ওজর। কারণ তাকে যদি নিশ্চিতি হওয়ার নরিদশে দয়ো হয় তাহলে সটো তাকে কঠনি জটলিতায় ফলে দবিবে। শরয়িত সহজতা নিয়ে ও জটলিতা দূর করতবে এসছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহ তমোদরে জন্য সহজ চান এবং তমোদরে জন্য কষ্ট চান না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

তনি আরও বলেন: “আল্লাহ তমোদরে উপর কোন জটলিতা আরোপ করতবে চান না।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ০৬]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সন্দেহের আধিক্য থেকে মুক্তির উপায় হলো সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপে না করা। যদি শুচিয়ায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি প্রত্যেকে সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপে করে তাহলে তার সন্দেহ আরও বেড়ে যাবে এবং শুচিয়ায়ু তার উপর নয়িন্তরণ নিয়ে নবিলে।

‘আল-দরিদরি’ তার ‘আল-শারহুস সগরি’ গ্রন্থে (১/১৭০) বলেন: “যদি সন্দেহপ্রবণ নয় এমন ব্যক্তি কোন একটি স্থান ধৌত করে সে ব্যাপারে সন্দেহ করে; অর্থাৎ যদি সন্দেহপ্রবণ নয় এমন ব্যক্তি শরীরের কোন একটি স্থানে পানি পৌঁছেছে কনি এ ব্যাপারে সন্দেহ করে তাহলে সেই স্থানে পানি ঢেলে ও মর্দন করে ধৌত করা ওয়াজবি।

পক্ষান্তরে সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি (সে হলো ঐ ব্যক্তি যার ব্যাপক সন্দেহ হয়)-র উপর ওয়াজবি হলো সন্দেহকে পাত্তা না দয়া। কারণ খুঁতখুঁতের পছিনে পড়ে থাকলে সটো ব্যক্তির দ্বীনদারকি মূল থেকে নষ্ট করে দেয়। আমরা এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।”

আস-সা’ওয়িতার ‘পারশ্বটীকা’তে বলেন: “গ্রন্থকারের কথা: যদি সন্দেহ করে...। অর্থাৎ গটো দহে পানি পৌঁছানো নশ্চিতি করতে হবে। আর অ-সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষতেরে নরিভরযোগ্য মতানুযায়ী প্রবল ধারণা হওয়াই যথেষ্ট।

গ্রন্থকারের কথা: তার উপর ওয়াজবি। অর্থাৎ নশ্চিতি হওয়া কথিবা প্রবল ধারণা হওয়া ব্যতীত তার দায়মুক্ত হবে না।”

আল-আদাওয়ি সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি ও তার করণীয় সম্বন্ধে বলেন: “তার জন্য কোন ব্যাপারে সন্দেহ হওয়াই যথেষ্ট; ধারণা বা প্রবল ধারণার প্রয়োজন নাই এবং পুনরায় ধৌত করবে না।”[ফকিয়াতুত ত্বালবিরি রাব্বানী (১/২১৬)]

আরও বলা হয় যে, সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি তার মনে প্রথম যে উদ্রকে হয় সটোর উপর নরিভর করবে; আর পরে যটোর উদ্রকে হয় সটোর প্রতি ভ্রুক্ষেপে করবে না।

মুখতাসার ইবনুল হাজবি এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আত-তাওয়াহি’-এ (১/১৬৩) এসছে: পক্ষান্তরে সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির মনে প্রথমবার যা উদ্রকে হয়েছে সর্বসম্মতক্রমে সটোই ধর্তব্য। তিনি সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন যার সন্দেহ অধিক। তিনি প্রথম যে উদ্রকে হওয়া বিষয়টিকে ধর্তব্য ধরার যে মতটি উল্লেখ করছেন সটো কিছু ক্বারাওয়ীনদরে অভিমিত এবং উত্তরসূরী কিছু আলমে সে মতের অনুসরণ করছেন। তারা বলেন: কেননা প্রথম উদ্রকে হওয়া বিষয়টির সময় সে সুষ্ঠু মস্তম্বিকসম্পন্ন; পরবর্তীতে সে হলো ববিকেহীনদরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইবনে আব্দুস সালাম বলেন: আল-মুদাওয়ানা ও অন্য গ্রন্থেরে প্রত্যক্ষ বক্তব্য হলো: অব্যাহতি দয়া। তার মনে কী উদ্রকে হলো সটোর দকি বলিকুল না তাকানো। আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এমন কিছু আলমে এই অভিমিতকে প্রাধান্য

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দতিনে এবং এই কথা বলতনে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই বিষয়ে তিনি পূর্বাঞ্চলরে জনকৈ আলমেরে সাথে কথা বলছেন। তিনি এই অভিমতটকিে এভাবে ব্যখ্যা করতনে যে, সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তি এবং যার বশেষিট্য এ ধরণরে পরবর্তীতে তার প্রথম উদ্রকে হওয়া বিষয়টিও সুষ্ঠু হয় না। বাস্তবতা সটোর পক্ষহে সাক্ষ্য দিয়ে।”[সমাপ্ত]

দখুন: ‘আত-তাজ ওয়াল ইকললি’ (১/৩০১), ‘আত-তাজ ওয়াল ইকললি’ (২/১৯)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।